সমকাল

তারিখ 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

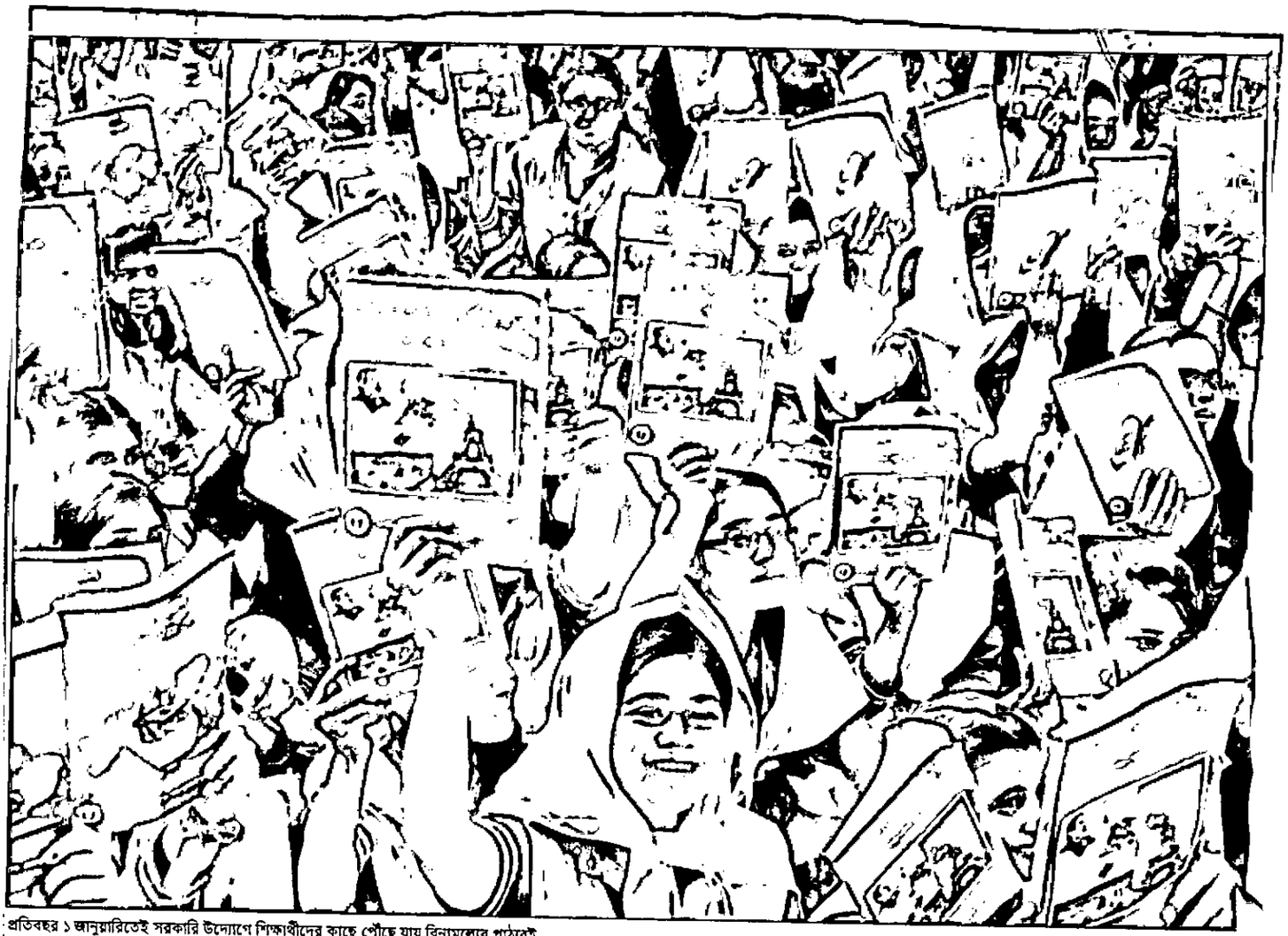

প্রতিবছর ১ জানুয়ারিতেই সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যায় বিনামূল্যের পাঠ্যবই

কাজল হাজ

সম্ভাবনার বাংলাদেশ

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণে বিশ্বরেকর্ড

■ সাব্বির নেওয়াজ

ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করে সারা বিশ্বে 'রেকর্ড' স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। ২০১৫ সালের পহেলা জানুয়ারি সারাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, কারিগরি ও দাখিল স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে ২৯১টি বিষয়ে ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩ কপি পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। এ পরিমাণ বই পাবে দেশের ৪ কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ ছাত্রছাত্রী। বিনামূল্যে কোটি কোটি বই ছেপে তা শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে পৃথিবীর বুকে অনন্য নজির স্থাপন করেছে লাল-সবুজের এই বাংলাদেশ।

গত পাঁচ বছরে (২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ) বিনামূল্যে সারাদেশে মোট বই বিতরণ করা হয়েছে ১৫৫ কোটি ৮৩ লাখ ৫৬ হাজার ১২৩ কপি। যা সারা বিশ্বে বিরল। গত পাঁচ বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী বেড়ে গেছে ১ কোটি ৬৮ লাখেরও বেশি। প্রতি বছরই শিক্ষার্থী বাড়তে থাকায় পাঠ্যবই মুদ্রণের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। আবার পাঠ্যবই বিতরণের কারণে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। যার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা আনয়নে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। যা পৃথিবীর বহু উন্নত দেশও পারেনি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'আমি আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে গিয়ে পৃথিবীর বহু দেশের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের মতো এত বেশি সংখ্যক পাঠ্যবই বিতরণের ধারেকাছেও কেউ নেই। এটি অবশ্যই রেকর্ড। তাদের অনেকে আমাদের বিনামূল্যে বিতরণকৃত বইয়ের সংখ্যা শুনে অবাক হন, ভাবেন যে ভুল বলছি। আবারও শুনতে চান।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম মিয়া সমকালকে জানান, ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ শুরু হয়। তার আগে কেবল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হতো।

এনসিটিবি জানায়, ২০১০ শিক্ষার্থীদের মাঝে ২২২টি বিষয়ে ১৯ কোটি ৯০ লাখ ৯৬ হাজার ৫৬১ কপি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। এ পরিমাণ বই পেয়েছিল দেশের ২ কোটি ৭৬ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯ ছাত্রছাত্রী।

২০১১ সালে ৩ কোটি ২২ লাখ ৩৬ হাজার ৩২১ ছাত্রছাত্রীর জন্য ছাপানো হয় ২৩ কোটি ২২ লাখ ২১ হাজার ২৩৪ কপি পাঠ্যবই।

২০১২ সালে ৩ কোটি ১২ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৯ ছাত্রছাত্রীর জন্য ছাপানো হয় ২২ কোটি ১০ লাখ ৬৮ হাজার ৩৩৩ কপি পাঠ্যবই।

২০১৩ সালে ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ ছাত্রছাত্রীর জন্য ছাপানো হয় ২৬ কোটি ১৮ লাখ ৯ হাজার ১০৬ কপি পাঠ্যবই। আর ২০১৪ সালে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ছাপানো হয়েছে ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩ কপি পাঠ্যবই।

বই বিতরণের এই পজিটিভ ধারা শুরু সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এটি এক বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। টাকার অভাবে বই কিনতে না পারা শিশুরাও এখন নিশ্চিন্তে বিদ্যালয়ে চলে আসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমকালকে বলেন, সরকারের এ এক যুগান্তকারী সাফল্য। এ গৌরব এ দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সরকার ও নাগরিকদের সকলের।